

সূরা ৫৭ : হাদীদ, মাদানী

৫৭ - سورة الحديد مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ২৯, রুকু ৪)

(آيَاتُهَا : ٢٩ رُكُوعَاتُهَا : ٤)

সূরা হাদীদ এর মর্যাদা

ইরবায় ইব্ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের পূর্বে ঐ সূরাগুলি পাঠ করতেন যেগুলির শুরুতে : سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ রয়েছে এবং বলতেন : ‘এগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম।’ (আহমাদ ৪/১২৮, আবু দাউদ ৫/৩০৪, তিরমিযী ৮/২৩৮, ঈ/৩৫১; নাসাঈ ১০৫৫১)

এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলাই খুব ভাল জানেন, আয়াতটি হল :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৩) এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্ত্বরই আসছে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলাই আমাদের আশা ভরসার স্থল। আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি, তাঁরই উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এবং সাহায্যকারী হিসাবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু	٢. لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	وَالْأَرْضِ رَحِيٍّ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।	۳. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায়

সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে। সপ্ত আসমান ও যমীন এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক ও প্রত্যেক জিনিস তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্ভুক্ত সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা প্রায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৪৪) সবাই তাঁর সামনে নীচু, অক্ষম এবং শক্তিহীন। তাঁর নির্ধারিত শারীয়াত এবং তাঁর আহকাম হিকমাতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যার কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন রয়েছে। সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই অধিকারভুক্ত। তিনিই ধ্বংস করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন। যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা।

এর পরে ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে সূরার প্রথমে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম।

আবু যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্কা আছে, কিন্তু মুখে তা আনতে ইচ্ছা হচ্ছেনা।’ তাঁর এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেহই বাঁচতে পারেনি। এমন কি কুরআনুল হাকীমে রয়েছে :

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৪) তারপর তিনি বলেন : ‘যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন ... هُوَ الْأَوَّلُ এ আয়াতটি পড়ে নিবে।’ (আবু দাউদ ৫/৩৩৫)

এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন : ظاهر ও باطن দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইলমের দিক দিয়ে ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭৪) এই ইয়াহইয়া (রহঃ) হলেন যিয়াদ ফারার পুত্র। তাঁর রচিত একটি পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার সময় যখন বিছানায় যেতেন তখন নিম্নলিখিত দু’আটি পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ
كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى،
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ.
أَنْتَ الْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ،
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ
شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

‘হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের রাব্ব! হে আমাদের এবং সমস্ত জিনিসের রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদগীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আপনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখুন।’ (আহমাদ ২/৪০৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাহল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আমরা যখন ঘুমানোর আয়োজন করতাম তখন আবু সালিহ (রহঃ) আমাদেরকে আদেশ করতেন যে আমরা যেন ডান কাতে শয়ন করে নিম্নলিখিত দু’আটি পাঠ করি :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا
وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ اَنْتَ اَخَذْتَ بِنَاصِيَّتِهِ. اَللّٰهُمَّ
اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ
فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدِّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ, হে আকাশ, পৃথিবী এবং আরশের রাব্ব! আমাদের রাব্ব এবং সমস্ত কিছুর রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও বিচি উদগীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা। আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গুপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের ঋণের বোঝা আপনি দূর করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্রমুক্ত করুন। (মুসলিম ৪/২০৮৪)

<p>৪। তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।</p>	<p>٤. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p>
<p>৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।</p>	<p>٥. لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ</p>
<p>৬। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, এবং তিনি অর্ন্তযামী।</p>	<p>٦. يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ</p>

আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বময়

আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার কথা সূরা আ'রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে পতিত হয়, কতটি চারা জন্মে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯) আকাশে যা কিছু উথিত হয় অর্থাৎ মালাইকা এবং আমলসমূহ, এ সব কিছুই তিনি জানেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে : 'রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছে যায়।' (মুসলিম ১/১৬২) মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন তা যেমনই হোক, যা'ই হোক। আর তোমরা স্থলে থাক বা পানিতে থাক, রাত হোক বা দিন হোক, তোমরা বাড়ীতে থাক অথবা বাড়ীর বাইরে থাক, সবই তাঁর অবগতির পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তাঁর দর্শন ও তাঁর শ্রবণ তোমাদের সাথে রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে :

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونِ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

জেনে রেখ, তারা কুণ্ঠিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়,

তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনিতো অন্তরের কথাও জানেন। (সূরা হুদ, ১১ : ৫) অন্য আয়াতে আছে :

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ

وَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রাদ, ১৩ : ১০) সত্য কথা এটাই যে, তিনিই রাব্ব এবং প্রকৃত ও সত্য মা'বুদ তিনিই।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'ইহসানের অর্থ হল : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ আর তুমি যদি তাঁকে না দেখ তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন :

وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ : ১৩) তাঁর এই মালিকানার উপর আমাদের তাঁর প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন তিনি বলেন :

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৭০) অন্যত্র বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

(সূরা সাবা, ৩৪ : ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৩-৯৫) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ কিয়ামাত দিবসে আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি তাঁর মাখলূকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুলুম করেননা। বরং এক একটি সৎ আমলকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন :

وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওয়নেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৪৭) মহান আল্লাহ বলেন :

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে,

আর তিনি অন্তর্যামী। অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমাতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনও দিন বড় করেন ও রাত ছোট করেন এবং কখনও রাত বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনও দু'টিকেই সমান করে দেন। কখনও করেন শীতকাল, কখনও করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনও করেন বর্ষাকাল, কখনও বসন্তকাল, আর কখনও শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি সকলের অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকেনা।

<p>৭। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।</p>	<p>۷. ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ</p>
<p>৮। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও।</p>	<p>۸. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ</p>
<p>৯। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন,</p>	<p>۹. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ</p>

তোমাদেরকে অঙ্ককার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

ءَايَاتٍ بَيَّنَّتْ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

১০। তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবেনা? আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানাতে আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

১০. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

১১। কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১১. مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ঈমান আনা এবং দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের উপর এবং নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার হিদায়াত করছেন এবং তাঁর পথে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সম্পদ হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা তাঁর আনুগত্য হিসাবে তা থেকে ব্যয় কর এবং বুঝে নাও যে, এই সম্পদ যেমন অন্যের হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্ত্বরই অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার জন্য রয়ে যাবে হিসাব ও শাস্তি। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ কাজে ও অন্যায় পথে তোমার সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তাহলে তোমার ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পেতনা।

আবদুল্লাহ ইব্ন শিখথির (রাঃ) বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেন : **التَّكَاتُّرُ إِلَيْهَا كُمْ** প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা তাকাসূর, ১০২ : ১) অতঃপর তিনি বলেন : 'আদম সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মালতো ওটাই যা সে খেয়েছে, পড়েছে এবং দান খাইরাত করেছে। যা সে খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা পুরানো হয়ে গেছে, আর যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তাঁর কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আর যা সে ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্য ছেড়ে গেল।' (আহমাদ ৪/২৪, মুসলিম ৪/২২৭৩) এ দু'টি কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর ঈমান আননা? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করছে। তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে মু'জিয়া প্রদর্শন করছেন।

সহীহ বুখারীর শরাহর প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমাদের নিকট উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে?’ উত্তরে তাঁরা বলেন : ‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ।’ তিনি বলেন : ‘তারাতো আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে এতে বিস্ময়ের কি আছে?’ তখন তাঁরা বললেন : ‘তাহলে নাবীগণ।’ তিনি বলেন : ‘তাঁদের উপরতো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তাঁরাতো ঈমান আনবেনই।’ তাঁরা তখন বলেন : ‘তাহলে আমরা।’ তিনি বলেন : ‘কেন তোমরা ঈমানদার হবেনা? আমিতো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছি। জেনে রেখ যে, উত্তম বিস্ময়পূর্ণ ঈমানদার হল ঐ লোকেরা যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ দেখে ঈমান আনয়ন করবে।’ (আল মাজমা’ ১০/৬৫)

সূরা বাকারাহর শুরুতে **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (সূরা বাকারাহ, ২ : ৩) এর তাফসীরেও আমরা এরূপ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করেছি।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন : **وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ** আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৭)

এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই মীসাক বা ‘অঙ্গীকার’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ অঙ্গীকার যা আদমের (আঃ) পৃষ্ঠে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই মতামত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (মুহাম্মাদ সঃ) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যুলুম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধকার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হিদায়াত ও সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

এটা আল্লাহ তা‘আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঈমান আনা ও দান-খাইরাতের হুকুম করেন, তারপর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করেন এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার এখন আর কোন ওয়র বা সুযোগ নেই। দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন : আমার পথে খরচ করতে থাক এবং দারিদ্রতাকে ভয় করনা। কারণ যাঁর পথে তোমরা খরচ করছ তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাণ্ডারের একাই মালিক। আরশ ও কুরসী তাঁরই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ দান-খাইরাতের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯) অন্যত্র বলেন :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৬)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের মালিক হতে কমে যাওয়ার ভয় করেনা, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তারা জানেন যে, আল্লাহর পথে যা খরচ করছে তার প্রতিদান তারা ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে।

মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করা ও জিহাদ করার মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন : لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ

وَقَاتِلَ যারা মাক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে তারা তাদের সমান নয় যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সম্পদও ব্যয় করেছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিমদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ এবং শক্তি ছিল খুবই কম। আর এজন্যও যে, ঐ সময় ঈমান শুধু ঐ লোকেরাই কবুল করত যাদের অন্তর ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ। মাক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। সুতরাং ঐ সময় ও এই সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য, ঐ সময়ের মুসলিম ও এই সময়ের মুসলিমদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। ঐ সময়ের মুসলিমরা অনেক বড় প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন, যদিও উভয় যুগের মুসলিমরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে অংশীদার। বেশির ভাগ বিজ্ঞজনই মনে করে থাকেন যে, যে অভিযানের কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে মাক্কার অভিযান। তবে শা'বি (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে, এখানে বিজয় দ্বারা হৃদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। মুসনাদ আহমাদের নিম্নের রিওয়াযাতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে :

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফের (রাঃ) মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। খালিদ (রাঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন আউফকে (রাঃ) বলেন : ‘আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন : ‘আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) আমার জন্য ছেড়ে দাও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমরা উহুদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও তাদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবেনা।’ (আহমাদ ৩/২৬৬)

প্রকাশ থাকে যে, এটা খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা এবং তিনি হৃদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জাযাইমা গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের পর খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঐ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ লোকগুলো বলতে শুরু করে : ‘আসলামনা অর্থাৎ আমরা মুসলিম হয়েছি। কিন্তু না জানার কারণে ‘আমরা

ইসলাম গ্রহণ করেছি' এ কথা না বলে 'সা'বানা' অর্থাৎ 'আমরা সা'বী বা বেদীন হয়েছি' এ কথা বলেন। কেননা 'কাফিরেরা মুসলিমদেরকে এ কথাই বলত। খালিদ (রাঃ) এই কথার ভাবার্থ বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এমন কি তাদের মধ্যের যারা বন্দী হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ করেন। এই ঘটনায় আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খালিদের (রাঃ) বিরোধিতা করেন। এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) মন্দ বলনা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর পথে) খরচ করে তবুও তাদের এক মুদ শস্যের সাওয়াবেও পৌঁছতে পারবেনা।' এমন কি অর্ধ মুদ সাওয়াবেও পৌঁছতে সক্ষম হবেনা।' (মুসলিম ৪/২৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেহ যা কিছু আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। কেহকেও বেশি দেয়া হবে এবং কেহকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং

১ এক মুদ সমান এক কেজির দুই তৃতীয়াংশ।

উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৯৫)

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছে : ‘আল্লাহর নিকট সবল মু’মিন, দুর্বল মু’মিন হতে উত্তম ও অধিক প্রিয়, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।’ (মুসলিম ৪/২০৫২)

যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ মানুষ এই পরবর্তীদেরকে তুচ্ছ মনে করত। এ জন্যই পূর্ববর্তীদের ফাযীলাত বর্ণনা করার পর সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। মাক্কা বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য রেখেছেন তা অনুমান ভিত্তিক নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা। হাদীসে এসেছে : ‘এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায়।’ (নাসাঈ ৫/৫৯) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন আবু বাকর (রাঃ)। কেননা এর উপর আমলকারী সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে ইনি নেতা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নিজের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে চাননি।

আল্লাহর পথে উত্তম ঋণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেন : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ

‘কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ?’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা’আলার সম্ভবিস্তর জন্য খরচ করা। কেহ কেহ বলেন যে, উদ্দেশ্য হল ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়া-পড়া ইত্যাদিতে খরচ। হতে পারে যে, এ আয়াতটি সাধারণত্বের দিক দিয়ে দু’টি উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে) তার জন্য তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যেমন আল্লাহ তা’আলা অন্য আয়াতে বলেন : وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ‘এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৫) অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিয্ক এবং কিয়ামাতের দিনে জান্নাত।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **مَنْ ذَا الَّذِي** আবুদ দাহদাহ ... **يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবুদ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা‘আলা কি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন : ‘হ্যাঁ, হে আবুদ দাহদাহ!’ তখন আবুদ দাহদাহ (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার হাতটি আমাকে দেখান (আপনার হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিন)।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতটি আবুদ দাহদাহর (রাঃ) হাতে রাখলেন। আবুদ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন : ‘আমি আমার ঐ বাগানটি আল্লাহ তা‘আলাকে ঋণ স্বরূপ দিলাম। তার ঐ বাগানটিতে ছয়শটি খেজুরের গাছ ছিল।’ তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা ঐ বাগানে বসবাস করতেন। তিনি এলেন এবং বাগানের দরবার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিলেন। স্ত্রী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে নিয়ে) বেরিয়ে এসো। আমি আমার মহামহিমাম্বিত রাব্বকে এ বাগানটি ঋণ স্বরূপ দিয়ে দিয়েছি।’ স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন : ‘এটাতো খুবই লাভজনক ব্যবসা।’ অতঃপর তিনি ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘কতইনা গুচ্ছ গুচ্ছ মিষ্টি খেজুর আবুদ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : কতইনা প্রচুর সুস্বাদু খেজুরের গুচ্ছ আবুদ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে, যার শাখাগুলি ইয়াকূত ও মনিমুক্তার। (আহমাদ ৩/১৪৬, ইব্ন আবী হাতিম ২৪৩০, তাবারী ২/২৪৫)

১২। সেদিন তুমি দেখবে মু‘মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে,

۱۲. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ

<p>এটাই মহা সাফল্য।</p>	<p>الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>১৩। সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে : তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে : তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।</p>	<p>۱۳. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظِرُونَا نَقْتَسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ</p>
<p>১৪। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে : আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? তারা বলবে : হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা</p>	<p>۱۴. يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَاغْرَيْتُمْ الْأَمَانِي</p>

<p>তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত, আর মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।</p>	<p>حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ</p>
<p>১৫। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা যোগ্য স্থান। , কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!</p>	<p>١٥. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا^ع مَأْوَكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ^ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ</p>

কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসীদেরকে তাদের

আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা হবে

দান-খাইরাতকারী মু'মিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : কিয়ামাতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ করবে। ঐ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা তাদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর পুলসিরাত পার হবে। তাদের কারও কারও জ্যোতি হবে পাহাড়ের সমান, কারও হবে খেজুর গাছের সমান এবং কারও হবে দণ্ডায়মান মানুষের দেহের সমান। যে মু'মিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম হবে তার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনও জ্বলবে এবং কখনও নিভে যাবে। (তাবারী ২৩/১৭৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন : প্রথমতঃ প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। এ দেখে মু'মিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে : 'হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য আমাদের নূর পূরা করে দিন!'

فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। (তাবারী ২৩/১৮২, ইব্ন আবী সাইবাহ ১৩/১৭৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَيَنْهَمَا حِجَابٌ

এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা রয়েছে (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪৬) মুজাহিদ ও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮২) এবং ইহাই সঠিক। আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন : الرَّحْمَةُ فِيهِ الْبَاطِنُ জান্নাত এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুতে রয়েছে শাস্তি! আর وَالظَّاهِرُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ জাহান্নাম, যেখানে রয়েছে আগুন এবং দহনের যন্ত্রণা! কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮৪)

তখন এই মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে : 'দেখ, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম, জুমু'আর সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে অবশ্য পালনীয় কাজগুলি পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের সাথেই থাকতে দাও, পৃথক করে দিওনা)।' তখন মু'মিনরা বলবে : 'দেখ, কথা তোমরা ঠিকই বলছ বটে, কিন্তু وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করতো! সারা জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে থেকেছ। 'আজ তাওবাহ করব, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করব' এ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছ এবং মুসলিমদের পরিণাম কি হয় তার দিকেই চেয়ে থেকেছ। কিয়ামাত যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিলনা, কিংবা তোমরা এই আশা পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় তাহলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ার তাওফীক তোমরা লাভ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে

প্রতারক শাইতান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে রেখেছিল। অবশেষে আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছ।' ভাবার্থ হল : হে মুনাফিকের দল! দৈহিক রূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও নিয়াতের সাথে আমাদের সঙ্গে ছিলেনা। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই পড়েছিলে এবং মন দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ করনি।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, মাজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকত। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করে দেয়া হবে। বিচার দিবসে উভয় দলকে আলো দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিকরা যখন প্রাচীরের কাছে পৌছবে তখন তাদের আলো নিভে যাবে এবং উভয় দল পৃথক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/১৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

النَّارُ مَاوَاكُمْ النَّارُ আগুনই হবে তোমাদের সবশেষ ঠিকানা এবং ওটাই হবে তোমাদের বাসস্থানের জায়গা। অতঃপর তিনি বলেন هِيَ مَوْلَاكُمْ অন্য যে কোন বাসস্থান থেকে ওটাই হবে তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ। কারণ তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। এবার বুঝে নাও, কেমন তোমাদের সর্বশেষ ঠিকানা!

১৬। যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

۱۶. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ آلَٰحِقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

১৭। জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিদ্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

۱۷. اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

খুশুর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং আহলে কিতাবীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : **لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ** মু‘মিনদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিক্র, নাসীহাত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নাবীর হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে?

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘ঈমান আনার চার বছর অতিক্রান্ত হতেই আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দা করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।’ (মুসলিম ৪/২৩১৯, নাসাঈ ৬/৪৮১) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে ইয়াহুদী- নাসারাদের মত হতে নিষেধ করছেন। তারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে নিজেদের মনগড়া মত ও কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেদের আবিস্কৃত উক্তিগুলি তারা মানতে থাকে। আল্লাহর দীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। নিজেদের আলেম ও দরবেশদের সনদবিহীন কথাগুলো তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এই দুষ্কার্যের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তা‘আলা তাদের হৃদয় কঠোর করে দেন। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরাতে

সক্ষম হয়না। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুষ্কৃতিকারী হয়ে যায়। তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমলও মূল্যহীন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِيمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنُوسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১৩) অর্থাৎ তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা আল্লাহর কথাগুলির পরিবর্তন ঘটায়, সংকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই রাক্বুল আ'লামীন এই উম্মাতকে সতর্ক করছেন : সাবধান! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত হয়েনা। সর্বদিক দিয়েই তাদের হতে পৃথক থাক। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ জেনে রেখ যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ঐ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর হৃদয়কে কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক ভূমিকে সিক্ত করে, তেমনই আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতে পারেন। অন্তর যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আল্লাহর কিতাবের আলো আকস্মিকভাবে ঐ অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। আল্লাহর অহী অন্তরের তালা-চাবি স্বরূপ। সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই পথভ্রষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

<p>ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।</p>	<p>وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ</p>
<p>১৯। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।</p>	<p>۱۹. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ</p>

সাদাকাহকারী, বিশ্বাসী এবং শহীদদের পুরস্কার এবং অবিশ্বাসী কাফিরদের ঠিকানা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি অভাবগ্রস্তদেরকে যারা একমাত্র আল্লাহর সম্ভ্রুতি লাভের উদ্দেশে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ থেকে সৎ নিয়তে দান করে, আল্লাহ বিনিময় হিসাবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে ঐ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং তারও বেশি বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্য রয়েছে বেহিসাব সাওয়াব ও মহাপুরস্কার। তিনি বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও

শহীদ। এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই। আল আমাশ (রহঃ) আবু আদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরুক (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে **أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তারা হলেন তিন ধরনের লোক : যারা দান-সাদাকাহ করে, যারা সত্যবাদী এবং যারা শহীদ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৯) এখানেও সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা দুই শ্রেণীর লোক। সিদ্দীকের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী।

ইমাম মালিক (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'জান্নাতবাসীরা তাদের অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত জান্নাতীদেরকে এভাবেই দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশ প্রান্তে দেখে থাক।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জান্নাত লাভের মর্যাদাতো শুধু নাবীদের, তাঁরা ছাড়া এ মর্যাদায় অন্য কেহ পৌঁছতে পারবে কি?' জবাবে তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এরা হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৬৮, ৪/২১৭৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতের বাগানে অবস্থান করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রুহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে যথেষ্ট পানাহার করে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঝাড়বাতির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের রাব্ব তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন :

‘তোমরা কি কিছু চাও?’ উত্তরে তারা বলে : ‘আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।’ আল্লাহ তা‘আলা জবাবে বলেন : ‘আমিতো এই ফাইসালা করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেহ পুনরায় ফিরে যাবেনা।’ (মুসলিম ৩/১৫০২) মহান আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। ঐ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমলের স্তর অনুযায়ী হবে।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘শহীদগণ চার প্রকার। (এক) ঐ পাকা ঈমানদার যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, (তার মর্যাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এভাবে তাকাবে।’ ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা এমনভাবে উঠালেন যে, তাঁর টুপিটি মাথা হতে নীচে পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় উমারেরও (রাঃ) মাথার টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) ঐ ব্যক্তি যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্য বেরও হয়েছে। হঠাৎ একটি তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার ভাল ও মন্দ উভয় আমল রয়েছে। সে জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাফিরদের হাতে নিহত হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (চার) ঐ ব্যক্তি যার পাপ খুব বেশি আছে। সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে। এ হল চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।’ (আহমাদ ১/২৩) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (৫/২৭৪)

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা অসৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করেছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

২০। তোমরা জেনে রেখ যে,
পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া
কৌতুক, জাঁকজমক,
পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ,

۲۰. اَعْلَمُوا اَنَّما الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ

ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সন্ত-
তিতে প্রাচুর্য লাভের
প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর
কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি,
যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার
কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে,
অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়,
ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ
দেখতে পাও; অবশেষে ওটা
খড়কুটায় পরিণত হয়।
পরকালে (অবিশ্বাসীদের জন্য)
রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং
(সৎপথ অনুসারীদের জন্য
রয়েছে) আল্লাহর ক্ষমা ও
সম্ভ্রাষ্টি। পার্থিব জীবন
ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই
নয়।

وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرْتُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
حُطَمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

২১। তোমরা অগ্রণী হও
তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই
জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা
প্রশস্ত-তায় আকাশ ও পৃথিবীর
মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে
বিশ্বাসীদের জন্য। এটা
আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা
তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ
মহা অনুগ্রহশীল।

২১. سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن
رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

এ দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণিকের খেল-তামাশা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য। **أَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي** এখানে দুনিয়াবাসীর জন্য রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

زَيْنٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ
مَتَّعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَاقَبِ

মানবমন্ডলীকে রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবস্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪)

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নি'আমাতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। **غِيْثٌ** বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। (সূরা শূরা, ৪২ : ২৮) সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবাসী কাফিরেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে অহংকারে ফুলে ওঠে। কিন্তু পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেতের ঐ সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার জীবনও তাই। দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে চলৎশক্তিহীনে পরিণত হয়। তার শৈশব,

কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা! যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রুম, ৩০ : ৫৪)

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন :

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

সত্ত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তাঁর ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি। দুনিয়াতো শুধু প্রতারণার বেড়া। যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করেনা। দিন-রাত ওর চিন্তায়ই সে ডুবে থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার এমন অবস্থাও হয় যে, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে বসে।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাত জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ।' (আহমাদ ১/৩৮৭, ফাতহুল বারী ১১/৩২৮) সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায় এবং সাওয়াব ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যই এর পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ত
 তায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :
 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
 أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রসারতা
 নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (সূরা আলে
 ইমরান, ৩ : ১৩৩) আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 الْعَظِيمُ
 যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের
 জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা
 অনুগ্রহশীল। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ গুণাগুণ প্রদান
 করেছেন যার ফলে তারা তাঁর রাহমাত, প্রাচুর্যতা এবং ধৈর্যশক্তি লাভ করেছেন।

ইতোপূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য
 হতে দরিদ্র লোকেরা আরম্ভ করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি
 ওয়া সাল্লাম! সম্পদশালী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'আমাত
 রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন
 করলেন : 'এটা কিরূপে?' উত্তরে তাঁরা বললেন : 'সালাত, সিয়ামতো তাঁরা ও
 আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তাঁরা দান খাইরাত ও
 গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে
 পারিনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন :
 'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা
 তা কর তাহলে তোমরা সবারই অগ্রবর্তী হবে। তবে তাদের উপর তোমরা
 প্রাধান্য লাভ করতে পারবেনা যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করবে। তা
 হল এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফারয সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ,
 তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে।'।
 কিছুদিন পর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তাঁরাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন।’ (মুসলিম ১/৪১৬)

২২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।

۲۲. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

২৩। এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেননা ঔদ্ধত ও অহংকারীদেরকে,

۲۳. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

২৪। যারা কার্পন্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।

۲۴. الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

মানুষের উপর যা কিছু ঘটে তা তার জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলুকাতকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারও উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটা হওয়া নিশ্চিতই ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল।

যে কেহর কোন আঁচড় লাগে বা পা পিছলে পড়ে কোন আঘাত লাগে কিংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্গত হয়, এসবই তার পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আরও বহু পাপ রয়েছে যেগুলো গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ২৩/১৯৬)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারণ করেন। (আহমাদ ২/১৬৯) অন্য রিওয়াযাতে আরও আছে যে, তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম ৪/২০৪৪, তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, ওটা হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা‘আলার নিকট মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো ওগুলির সৃষ্টিকর্তা। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে তা তাঁর সীমাহীন জ্ঞানে সবই অন্তর্ভুক্ত করে।

ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ প্রদান

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কখনও টলানোর ছিলনা এ বিশ্বাস যেন তোমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের সময় যেন তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রুহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে। তোমরা যেন হায়, হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য হয়ে না পড়। তোমরা যেন নিশ্চিত থাক যে, এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদ, বিজয় ইত্যাদি

অযাচিতভাবে লাভ কর তাহলে যেন অহংকারে ফেটে না পড়। এমন যেন না হও যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে। এই সময়েও তোমাদের সামনে আমার শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ যারা মানুষের সাথে উদ্ধত ব্যবহার করে এরূপ অহংকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : ‘অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে। আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যধারণে কাটিয়ে দাও।’

কৃপণতা না করার আদেশ

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ এ লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। কেননা তিনি সমস্ত মাখলুক হতে অভাবমুক্ত ও বেপরোয়া। তিনিতো প্রশংসাহ। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮)

২৫। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে

۲۵. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও
তাকে ও তাঁর রাসূলদেরকে
সাহায্য করে। আল্লাহ
সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

নাবী/রাসূলগণকে মু'জিয়া ও স্পষ্ট দলীলসহ পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন : آمِنَ آمِنَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ আমি আমার রাসূলদেরকে (আঃ) মু'জিয়া দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা খাঁটি, পরিষ্কার ও সত্য। আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের কথাকে কবুল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। তবে হ্যাঁ, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায়না তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ

তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়ম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী আবৃত্তি করে। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) অন্যত্র রয়েছে :

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; (সূরা রুম, ৩০ : ৩০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেন : لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ এটা এ জন্য যে, মানুষ যেন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে। তারা যেন রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা তাঁর কথার মত অন্য কারও কথা সরাসরি সত্য নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন মু‘মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহর নি‘আমাতের অধিকারী হবে তখন তারা বলবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৪৩)

লোহার উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা তার বিরোধিতা করে তাদের দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরী করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায়ে সুদীর্ঘ তেরো বছর মুশরিকদেরকে বুঝাতে, তাওহীদ ও সুন্নাতের দা‘ওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ আকীদা সংশোধন করণে কাটিয়ে দেন। তারা স্বয়ং তাঁর উপর যেসব বিপদ আপদ চাপিয়ে দেয় তা তিনি সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই দা‘ওয়াতের কাজ পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে হিজরাত করার আদেশ দেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দেন যে, ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। যারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দা‘ওয়াতের কাজে বাধা দিয়েছে তাদের কপালে ও ঘাড়ে আঘাত করে যমীনকে আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কিয়ামাতের পূর্বে আমিই তরবারীসহ প্রেরিত

হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন এক আল্লাহরই ইবাদাত করা হয়। আর আমার রিয়ক আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননা ঐ লোকদের জন্য যারা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আমল করে সে তাদেরই একজন। (আবু দাউদ ৪/৩১৪, আহমাদ ২/৫০)

সুতরাং লৌহ দ্বারা মারণাস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম এবং আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও। এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরও বহু উপকার লাভ করে। যেমন এই লৌহ দ্বারা মুদ্রা, কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রঙটির তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে চোখে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই অস্ত্র-শস্ত্রগুলি হাতে তুলে নিয়ে সৎ উদ্দেশ্যে কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতে চায় তা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহতো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর দীনের যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই নিজের দীনকে শক্তিশালী করেন। তিনিতো জিহাদের ব্যবস্থা করেছেন বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্য। বান্দার সাহায্যের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। বিজয় ও সাহায্যতো তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে।

২৬। আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎ পথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

۲۶. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

২৭। অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূল-গণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ঈজীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

۲۷. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم
بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا
فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً
وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا ۖ فَءَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
فَاسِقُونَ

অধিকাংশ নাবী/রাসূলের কাওম ছিল ধর্মদ্রোহী

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী ও রাসূল নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নাবী এসেছেন সবাই নূহের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। আবার ইবরাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল এসেছেন সবাই ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৭) বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। সুতরাং নূহ (আঃ) ও ইবরাহীমের (আঃ) পরে বরাবরই রাসূলদের ক্রমধারা জারী থেকেছে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যাকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যাঁর অনুসারী উম্মাত কোমল হৃদয় ও নরম মেজায় রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ ভীতি এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদ‘আতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শারীয়াতে ছিলনা, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। ওটা হল সন্ন্যাসবাদ। এর পরবর্তী বাক্যের (আয়াতের) দু’টি ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এটা প্রবর্তন করেছিল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি। (তাবারী ২৩/২০৩) দ্বিতীয় ভাবার্থ হল : আমি তাদের উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ওয়াজিব করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। যেমনভাবে তাদের এটা পালন করা উচিত ছিল তেমনভাবে তারা পালন করেনি। সুতরাং তারা দু’টি মন্দ কাজ করল। (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহর দীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করল। (দুই) যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করেছিল, ওর উপরও তারা প্রতিষ্ঠিত থাকলনা।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঈসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের বাদশাহরা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু কতক লোক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের হাতে থাকে যা তারা তিলাওয়াত করত। একবার আল্লাহর কিতাবে রদবদলকারী লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাঁটি মু‘মিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে : ‘এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে তাতেতো আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করেনা, এমন লোকতো পূর্ণ কাফির। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৪) এ ধরনের আরও বহু আয়াত

রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর দোষারোপ করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে আপনার কাছে ডাকিয়ে নিন এবং তাদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় তারা কিতাব ঐভাবে পাঠ করুক যেভাবে আমরা পাঠ করি এবং ঐরূপ আকীদাহ ও বিশ্বাস রাখুক যেরূপ বিশ্বাস আমরা রাখি।

তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ খাঁটি মু'মিনদেরকে বাদশাহর দরবারে ডেকে পাঠানো হল। তাদেরকে বলা হল : 'হয় তোমরা আমাদের সংশোধনকৃত (বিকৃত) কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত মূল কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও।' তখন ঐ পবিত্র দলগুলির একটি দল বলল : 'আমাদের প্রতি তোমরা কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছ? বরং তোমরা আমাদের জন্য একটি উঁচু বাড়ী তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দাও। আমাদের জন্য রশি ইত্যাদির ব্যবস্থা কর যদ্বারা, আমাদের জন্য যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য রেখে দিবে তা আমরা উপর থেকে টেনে উঠিয়ে নিব। এভাবে তোমরা আমাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকবে।' আর একটি দল বলল : 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যাব। আমরা পাহাড়ে/জঙ্গলে চলে যাব। সেখান হতে আমরা জানোয়ারের মত খাদ্য ও পানীয় পান করব। এরপরে যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে দেখতে পাও তাহলে নির্দ্ধিধায় আমাদেরকে হত্যা কর।' তৃতীয় দলটি বলল : 'তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে বসবাস করার জন্য (গীর্জার জন্য) কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দাও। আমরা সেখানেই কূপ খনন করব এবং চাষাবাদ করব। তোমাদের লোকালয়ে আমরা কখনই আসবনা।' এই আল্লাহভীরু দলগুলির সাথে ঐ লোকগুলির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর করল এবং এ লোকগুলি নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা **وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً**

... **أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ...** কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৩/২০৩, নাসাঈ ৮/২৩১)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'প্রত্যেক নাবীর (আঃ) জন্যই সন্মুখাবাদ ছিল এবং

আমার উম্মাতের সন্মুখসবাদ হল মহামহিমাম্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।’ (আহমাদ ৩/২৬৬, আবুল ইয়ালা ৪২০৪)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে একজন লোক এসে বলে : ‘আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।’ তিনি তাকে বলেন : ‘তুমি আমার কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদন আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলাম। সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। এটাই সমস্ত সৎ কাজের মূল। তুমি জিহাদকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নাও। এটাই হল ইসলামের সন্মুখসবাদ। আর আল্লাহর যিকর এবং কুরআন পাঠকে তুমি নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে নাও। এটাই আকাশে তোমার মর্যাদার স্তর নির্ধারক এবং পৃথিবীতে তোমার সুনামের ভিত্তি।’ (আহমাদ ৩/৮২)

২৮। হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۲۸. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا
اَللّٰهَ وءَامِنُوْا بِرِسُوْلِهِۦ يُوْتِكُمْ
كِفٰلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَتَجْعَلَ
لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ
وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৯। এটা এ জন্য যে, কিতাবীরা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই; অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা

۲۹. لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ
اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَيْءٍ مِّنْ
فَضْلِ اَللّٰهِ ۚ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اَللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو

অনুগ্রহশীল।

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

আহলে কিতাবীরা ঈমান আনলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যে মু'মিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন সূরা কাসাসের আয়াতে (৫২-৫৪ নং আয়াত) রয়েছে। আর একটি হাদীসে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। (এক) ঐ আহলে কিতাব, যে তার নাবীর (আঃ) উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান এনেছে। সে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। (দুই) ঐ গোলাম, যে আল্লাহ তা'আলার হুক আদায় করে এবং তার মনিবের হুক আদায় করে। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (তিন) ঐ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে যথাযথ শিক্ষা দিয়েছে এবং শরয়ী আদব শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/২২৯, মুসলিম ১/১৩৪) যাহহাক (রহঃ), উতবাহ ইব্ন আবী হাকিম (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৩/২০৮, ২১০)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ سَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৯)

সাইদ ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেন : তোমাদেরকে একটি সাওয়াবের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়? তিনি উত্তরে বলেন : 'সাড়ে তিনশ' গুণ পর্যন্ত।' তখন উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করে বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দিয়েছেন।’
সাদ্দিন (রহঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমাম্বিত আল্লাহর **يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ**
... رَحْمَتِهِ এ উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২৩/২১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত
হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার কোন একটি কাজে কতকগুলো লোক নিয়োগ করার
ইচ্ছা করল। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল : ‘এমন কেহ আছে কি যে আমার
নিকট হতে এক কীরাত (স্বর্ণ ওয়ন করার বিশেষ পরিমাণ) গ্রহণ করবে এবং এর
বিনিময়ে ফাজর হতে যুহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে?’ তার এ কথা শুনে
ইয়াহুদরা কাজ করল। সে আবার জিজ্ঞেস করল : ‘যে যুহর হতে আসর পর্যন্ত
কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করব।’ এতে নাসারাগণ রাযী হল
এবং কাজ করল (ও মজুরী নিল)। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করল : ‘আসর হতে
মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই কীরাত প্রদান করব।’ তখন
তোমরা (মুসলিমরা) কাজ করলে। তাই ইয়াহুদী ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হল।
তারা বলতে লাগল : ‘আমরা কাজ করলাম বেশি অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম।’
তখন তাদেরকে বলা হল : ‘তোমাদের হক কি নষ্ট করা হয়েছে?’ তারা উত্তরে
বলল : ‘না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে।’ তখন তাদেরকে বলা হল :
‘তাহলে এটা হল আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা প্রদান করি।’ (আহমাদ
২/৬, ১১১; ফাতহুল বারী ৪/৫২১, ৬/৫৭১)

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন : মুসলিম এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত যে
তার কোন কাজে কতকগুলো লোককে নিয়োগ করল এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ
করল, আর বলল : ‘তোমরা সারা দিন কাজ করবে।’ তারা কাজে লেগে গেল।
কিন্তু অর্ধদিন কাজ করার পর তারা বলল : ‘আমরা আর কাজ করবনা এবং
যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবনা।’ লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বলল :
‘এরূপ করনা, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও।’ কিন্তু তারা অস্বীকার
করল এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে গেল। সে তখন অন্য
লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল এবং বলল : ‘তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে

এবং পূরা এক দিনেরই মজুরী পাবে।' এ লোকগুলো কাজে লেগে গেল। কিন্তু আসরের সময়েই তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে বলল : 'আমরা আর কাজ করতে পারবনা এবং মজুরীও নিবনা।' লোকটি তাদেরকে অনেক বুঝালো এবং বলল : 'দেখ, এখন দিনেরতো আর বেশি অংশ বাকী নেই। তোমরা কাজ কর এবং পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।' কিন্তু তারা মানলো না এবং মজুরী না নিয়েই চলে গেল। লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল : 'তোমরা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করবে এবং পূরা দিনের মজুরী পাবে।' অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্বের দু'টি দলের মজুরীও নিয়ে নিল। সুতরাং এটা হল তাদের (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) দৃষ্টান্ত এবং ঐ নূরের (ইসলামের) দৃষ্টান্ত যা তারা কবুল করল।' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন :

لَمَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও তাদের কোন অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তাঁর অনুগ্রহের হিসাব কেহই নিতে পারেনা। তিনি তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

সপ্তবিংশতিতম পারা এবং সূরা হাদীদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।